

রাজ্যজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল মে দিবস

প্রতি বছরের মতো এই বছরেও ১লা মে রাজ্যের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে ১৪০ তম আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে প্রতিটি জেলা ও আঞ্চলিক কমিটিতে দিনটি উৎযাপিত হয়েছে। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে জীবন যাপনের অধিকারের দাবীর আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে ১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে সারা বিশ্বেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিতনতুন আক্রমণ ও শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের শপথ গ্রহণের দিন হিসেবে পালিত হয়। বর্তমান সময়ে মেহনতি মানুষ বিশ্বজুড়ে সংকট দীর্ঘ নয়। উদারবাদী ধনতন্ত্র এবং আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যবাদের মিলিত আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাকে উচ্ছেদে তুলে ধরে, সমস্ত রকম শোষণ-বঞ্চনা এবং যুদ্ধের বিরোধিতায় তথা শান্তি, গণতন্ত্র এবং উন্নততর জীবনের লক্ষ্যে যে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই প্রেক্ষাপটে এই বছরের শ্রমিক দিবস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রাজ্যেকেন্দ্রে এফএমআরএআই ও ডব্লিউবিএমএসআরইউ-র রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এফএমআরএআই এর পতাকা উত্তোলন করেন অন্যতম সহসভাপতি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য। ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ রাজ্য কমিটির পক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন অন্যতম সহসভাপতি দেবব্রত মজুমদার। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন এফএমআরএআই-এর সাধারণ সম্পাদক পার্থ রক্ষিত, কোষাধ্যক্ষ কৌশিক রায়চৌধুরী, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শান্তনু চ্যাটার্জী, ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ এর সাধারণ সম্পাদক সুমন ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ টিঙ্কা মাজি, সি আই টি ইউ-র রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য বাসব রায়চৌধুরী সহ এফএমআরএআই ও ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-র অন্যান্য নেতৃত্ব ও সদস্যবৃন্দ। ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ-র অফিসের কর্মীবৃন্দ ও প্রাক্তন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সংগঠনের পক্ষ থেকেও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সভাপতি সুদীপ দত্ত।

সুদীপ দত্ত তাঁর বক্তব্যে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট ও তার মোকাবিলায় অতি দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থানের বিষয়টি তুলে ধরেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে যে সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, তা সংকট মোকাবিলার জন্য একটি পুরোনো পুঁজিবাদী কৌশল একথাও তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরেন। পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বামপন্থী শক্তির উত্থানের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে সেকথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সুদীপ দত্ত বলেন বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের শ্রমজীবী মানুষ গোটা দেশ জুড়েই নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এবং গত এক বছরে ক্ষেত্রভিত্তিক আন্দোলনের সম্মিলিত ধারায় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ এবং ক্ষেত্রীয় ফেডারেশনগুলির আহ্বানে পরপর দুবার দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলের হাজার হাজার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক যেভাবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরী, দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ, কাজের নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদার দাবীতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তার উল্লেখ করে তিনি বলেন নির্মম অত্যাচার, গ্রেফতার, বেআইনী আটক আর রাষ্ট্রীয় স্বত্ত্বাসের মুখোমুখি হয়েও শ্রমিকেরা দুর্দম সাহসে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিকদের এই নাছোড় আন্দোলন সরকারকে বাধ্য করেছে সামান্য হলেও রাষ্ট্রশক্তির সহায়তাপুষ্ট বৃহৎ পুঁজির নির্মম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

তিনি আরও বলেন যে ভারতের কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক আঁতাতের স্বৈরাচারী শাসনে শ্রমজীবী মানুষ চরম আক্রমণের শিকার হয়েছেন। শ্রমিক শ্রেণীর সার্বিক বিরোধীতাকে অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞপ্তি জারী করে চারটি শ্রমকোড বলবৎ করার মূল লক্ষ্য হল শ্রমিক শ্রেণীর বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। ঐতিহাসিক মে দিবসের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী যা কিছু অর্জন করেছিলেন, তার সবটাই ছিনিয়ে নেবার

এর পর ৩ পাতায়



কলকাতা ও রাজ্য দপ্তর

নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জনাদেশ

সদ্য সমাপ্ত হলো পশ্চিম বঙ্গের অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচন। বিগত ১৫ বছরের তৃণমূল সরকার এবং সরকারী দলের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিরুদ্ধে মানুষের রায় গিয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির পক্ষে। একথা বহু আলোচিত এবং প্রমাণিত যে রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন শাসক দল সর্বপ্রকার অনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিমাম্বিত ছিলো। গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করে মানুষের ন্যায্য অধিকার এবং দাবীকে পদদলিত করেছিল তৃণমূল। এর বিরুদ্ধে আর এস এস পরিচালিত বিজেপি ধর্মীয় মেরুকরণ, অর্থবল এবং প্রসাশন কে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেস কে পর্যুদস্ত করেছে এই নির্বাচনে।

বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াই না লড়ে সম্ভার মুদু সাম্প্রদায়িক জনপ্রিয়তা অর্জনের রাস্তা বেছে নেয় তৃণমূল। সরকার পরিচালনায় দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিয়েছিল, একথা বহুবার আলোচিত হয়েছে।

বাজপেয়ী মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণকারী তৃণমূল কংগ্রেস আর এস এস ও বিজেপি কে ছাড়পত্র দেয় পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে ব্যবহার করতে। সময়ের সাথে সাথে তৃণমূলের থেকে

পাওয়া বদান্যতায় পুষ্ট হওয়া আর এস এস, বিজেপি আজ তৃণমূল কে শুধু গ্রাস করেনি আগামী দিনের অশনি সংকেত জারি করলো পশ্চিমবঙ্গের জন্যে। শতাংশের বিচারে বিজেপি পেয়েছে ৪৫.৮৪ শতাংশ ভোট এবং তৃণমূল পেয়েছে ৪০.৮ শতাংশ ভোট।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটের তালিকা নিবিড় সংশোধনের নামে নানা কারণে ৫৪ লক্ষ নাম বাদ যায়। অসংখ্য নাম রয়ে গেলো অমিমাংশিতের তালিকায় যারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজির বিহীন তৎপরতায় দীর্ঘ দিন ভোট দিতে না পারা মানুষের ক্ষোভের প্রকাশ বিজেপির পক্ষে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৫ বছর পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদল ঘটলো। এখন দেখার বর্তমান শাসক দলের তথাকথিত ঘোষিত সংকল্প পত্রের প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায় বিজেপি কিভাবে পালন করে।

বুথ ফেরত সমীক্ষার একাংশ কে ভুল প্রমাণ করে রাজ্যে বিজেপির এখনো পর্যন্ত ২০৭

এর পর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

ডিজিটাইজেশনের নামে সেলস প্রমোশন কর্মীদের কাজের চরিত্র পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করুন:--

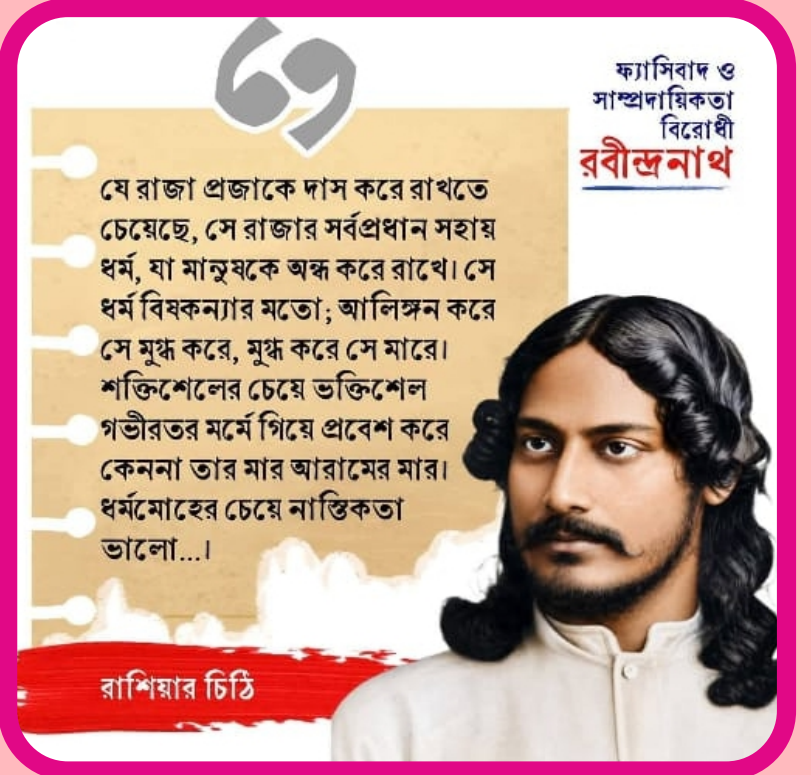
আমরা অর্থাৎ সেলস প্রমোশন কর্মীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরিচালিত ডিজিটাল জগতে প্রবেশ করার সাথে সাথে এই ব্যবস্থাপনার গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমরা জানি যে, ডিজিটাইজেশন আমাদের জীবনকে সহজ করে তোলে, কিন্তু একই সাথে তা ঝুঁকিপূর্ণও বটে। আইনগতভাবে Drugs and Cosmetics (Objectionable Advertisement) Act 1954 মোতাবেক সেলস প্রমোশন কাজের ব্যাপ্তি ঘটাতে এই বিশাল ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে মূল কারিগর ছিল মেডিক্যাল ডিটেলম্যান বা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরাই। এই সমগ্র কাজটি সম্পন্ন হতো শিল্প সংস্থা, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ডাক্তার বাবু ও অন্যান্য সহযোগী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অটুট সম্পর্কের মাধ্যমে। কিন্তু আজকের দিনে কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কের বাঁধন ভেঙ্গে ফেলেছে, তা হয়েছে মূলত ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের ব্যবহারের মাধ্যমে। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাজারের লাগাম নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য অনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, ঔষধ শিল্পের কর্তৃপক্ষ বাস্তব সময়ের অবস্থানভিত্তিক 'জিও-ফেলিং' রিপোর্টিং সিস্টেমের প্রবর্তনের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেলস প্রমোশন কর্মীদের নয়, সম্মানীয় চিকিৎসক মহোদয়দেরও আইনগত অনুমতি ছাড়াই গোপন নজরদারির অধীনে নিয়ে আসতে চাইছে। এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক মহোদয়দের পরোক্ষ ও অন্যায় ভাবে পর্যবেক্ষণের একটি কাঠামোর মধ্যে আনা হচ্ছে যা তাঁদের গোপনীয়তার মৌলিক অধিকার, তাঁদের পেশার স্বায়ত্ত্বশাসন ও স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করছে। কর্তৃপক্ষের এই ধরনের অনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জিত আইনী অধিকার, নিয়ম এবং চিকিৎসক ও সেলস প্রমোশন কর্মীদের মধ্যে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ককে লঙ্ঘন করার চেষ্টা করছে। অনেক সময়েই সেলস প্রমোশন কর্মীরা তাদের নিয়োগকর্তার এই ধরনের একতরফা ও বেআইনী কাজের পক্ষ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই নজরদারি সেলস কর্মীদের ওপর সাংঘাতিক মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, একজন চিকিৎসক মহোদয়ের ক্লিনিক হলো একটি ব্যক্তিগত স্থান যেখানে গোপনীয়তা, মর্যাদা এবং পেশার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে সুরক্ষিত রাখা উচিত। পাশাপাশি গ্যাজেটের মাধ্যমে কর্পোরেট নজরদারির বা ফেসিয়াল রিকগনিশনের মাধ্যমে আলোচনার নজরদারির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা আমাদের সংগঠনের আশু কর্তব্য।

ক্রমাগত সেলস প্রমোশন কর্মীদের ওপর নতুন নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ সেলস প্রমোশন কাজের ধারাকে অনৈতিক ভাবে বদলে দিতে চাইছে। 'জিও ফেলিং, জিও ট্যাগিং' সেলস কর্মীদের ওপর একতরফাভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে যাতে চিকিৎসকদের অবস্থান ও অন্যান্য বিবরণ রেকর্ড করা হয়। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ চিকিৎসকদের সঠিক অবস্থান ট্যাগ করছে, যা সেলস প্রমোশন কর্মীদের কাজের মূল জায়গা। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত ডাটা কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে থাকবে নাকি তৃতীয় পক্ষের কোনো বেসরকারীর হাতে তুলে দেওয়া হবে তা স্পষ্ট নয়। কোম্পানিগুলি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সম্মতি ছাড়াই তাদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করছে ও ব্যবহার করছে। বেশিরভাগ কোম্পানি বর্তমানে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা তৈরী 'software app' ব্যবহার করে, যেখানে সমস্ত পক্ষের সাথে ডাটা ভাগ করার সম্ভাবনা রয়ে যায়। সেলস প্রমোশন কর্মী বা চিকিৎসক মহোদয়দের সম্মতি ছাড়াই এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ এবং তার প্রক্রিয়াকরণ Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules ২০২৫ কে লঙ্ঘন করে।

আমাদের সংগঠন WBMSRU এই অবমাননাকর এবং বেআইনী পদ্ধতির তীব্র বিরোধিতা করছে এবং 'জিও ফেলিং সিস্টেমের system এর বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। পাশাপাশি বেআইনী নজরদারি, গোপনীয়তা লঙ্ঘন-সম্বন্ধে ঔষধ শিল্পের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে লাগাতার আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। সর্বভারতীয় সংগঠন FMRAI গত এপ্রিল মাসব্যাপী চিকিৎসক মহোদয় এবং তাঁদের সংগঠনকে সাথে নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান ও স্বাক্ষর সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। WBMSRU উচ্চতর নেতৃত্বদের -সাধারণ ও নতুন সদস্যদের সাথে নিয়ে এই কর্মসূচি পালন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে চায়—যার দ্বারা আগামীতে এই পেশায় আগত সদস্যরা মাথা তুলে এই পেশার যে নির্দিষ্ট কাজ তা সম্মানের সাথে করতে পারে।



“গিরি সংকট, ভীরা যাত্রীরা গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাভারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? তাজিবে কি পথ-মাঝ?”



“প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।”

শোক বার্তা :



দেবাঞ্জন চক্রবর্তী ২০২৬ এর ২১শে মার্চ প্রয়াত হয়েছেন। দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, সি.আই.টি. ইউ.'র রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৮০ সালে। ২০০৩ সালে রাজ্য সম্মেলনে তিনি অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্মান কর্মীদের সর্বভারতীয় ফেডারেশন তৈরীর অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। ২০১১ সালে নির্মান কর্মীদের বিশ্ব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হন। দেবাঞ্জন চক্রবর্তী মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সি.আই.টি.ইউ.'র সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্ব নির্মাণ ও কাষ্ঠ শ্রমিক ফেডারেশনের (UITBB) সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি সিআইটিইউ এর পক্ষ থেকে ২৪টিরও বেশি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি 'Construction Industry in India at Cross Road, Globalization and Migrant Labour'-এর মতো বেশ কিছু বই লিখে গেছেন যা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেবাঞ্জন চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের ওয়েজ বোর্ডের সদস্য ছিলেন। সেলস প্রমোশন কর্মীদের ন্যূনতম মজুরীর বর্তমান নোটিফিকেশনের বিষয়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। শাসক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

রাজ্যজুড়ে পালিত হল মে দিবস

মতলব করা হচ্ছে। চুক্তিবদ্ধ নিয়োগ, আউটসোর্সিং, গিগ কর্মী এবং অপ্রথাগত কর্মনিযুক্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এর মধ্য দিয়ে অধিকারবিহীন কর্মীর এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে কার্যত দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলা। চারটি শ্রম কোডের বিরুদ্ধে আগামী দিনে সামগ্রিক প্রতিরোধের পাশাপাশি ক্ষেত্রভিত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন আরও বেশী মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি বুদ্ধিমত্তাসহ অন্যান্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে, যার ফলে একদিকে কাজের সুযোগ কমছে, অন্যদিকে নজরদারী ও শোষণের মাত্রা তীব্রতর হয়ে উঠছে। দেশে কর্মহীনতার মাত্রা আগের সব নজির ভেঙে আরও বেড়ে চলেছে, প্রকৃত মজুরী ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, ফলে আর্থিক বৈষম্য দুরন্ত গতিতে বেড়ে চলেছে। উৎপাদনের মূল্য থেকে প্রদত্ত মজুরীর অংশ ক্রমাগতভাবে কমছে, অন্যদিকে কর্পোরেট মুনাফা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার শ্রমিকস্বার্থে কাজ না করে সাম্রাজ্যবাদী রক্তচক্ষুর সামনে নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

তিনি আরও বলেন এই সব কিছুই পাশাপাশি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার লাগাতার আক্রমণ শানিয়ে চলেছে। ন্যায়্য পাওনার দাবীতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনকে নৃশংস বলপ্রয়োগ করে দমন করা হচ্ছে, নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লুপ্তিত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে বিরোধীতাকে চূর্ণ করা হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের একা বিনষ্ট করতে ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজকে বিভাজিত করে চলেছে এবং এর জন্য সমাজের স্তরে স্তরে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ নিশ্চিত করার প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে

যাচ্ছে বিভেদকামী শাসক শিবির। নারী নির্যাতন, বর্ণ নিপীড়ন এবং পশ্চাৎমুখী সামাজিক আচার-আচরণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে মে দিবসে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্রতর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি; যে আন্দোলনের অভিমুখ থাকবে শ্রম আইন লাঘু করার বিরুদ্ধে, অবসরকরনের বিরুদ্ধে, ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় কর্পোরেট অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের ওপর আক্রমণ হানার প্রতিবাদে এবং কর্মহীনতা, মূল্যবৃদ্ধি ও কর্তৃত্ববাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে। ক্ষেত্রভিত্তিক এবং সংযুক্ত আন্দোলনকে আরও জোরদার করে এবং শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এফ এম আর এ আই-এর সাধারণ সম্পাদক পার্থ রক্ষিত এবং ডব্লিউ বিএমএস আর ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক সুমন ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য। সভায় মূলত কোলকাতা জেলা থেকে শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ওই দিন বিকালে সি আই টি ইউ সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে ধর্মতলা থেকে মৌলানী রামলীলা ময়দান পর্যন্ত এক সুবিশাল মিছিলে কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার সদস্যরা যোগদান করেন।

রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও দিনটি উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা তাদের কার্যালয়ে ও রেস্ট হাউসে মে দিবসের পতাকা উত্তোলন ও মে দিবসের শপথ গ্রহণ করেন।



পশ্চিম বর্ধমান



বীরভূম



পুরুলিয়া



দক্ষিণ ২৪ পরগণা



পশ্চিম মেদিনীপুর



জলপাইগুড়ি



উত্তর দিনাজপুর



পূর্ব বর্ধমান



উত্তর ২৪ পরগণা



দার্জিলিং



দক্ষিণ দিনাজপুর



পূর্ব মেদিনীপুর



হাওড়া



মুর্শিদাবাদ



কোচবিহার



বাঁকুড়া



ভূগলি



নদীয়া



মালদা



রাজ্য কেন্দ্র

বিভিন্ন কোম্পানির আন্দোলন

আর.পি.জি

এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন ধরে ফিল্ড কর্মীদের উপর অন্যায় দমন পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। PIP, রেড অ্যালাইন ইত্যাদির নাম করে ফিল্ড কর্মীদের হেড অফিসে ডেকে হেনস্তা করা, ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে ফিল্ড কর্মীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে আসা, বিক্রির লক্ষ্য পূরণের অন্যায় চাপ, বদলি ইত্যাদি ঘটনা এই কোম্পানিতে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে। আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী কাউন্সিল কনভেনরকে অন্যায় বদলির শিকার হতে হয়েছে। বিগত সময়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ কলকাতার কোম্পানির সি এন্ড এফ এর সামনে তিনদিনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মক্ষেত্রে এই কোম্পানির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি চলছে।

ডক্টর রেডিস ল্যাব

এই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ফিল্ড কর্মীদের উপর আক্রমণ প্রতিদিন বাড়িয়েই চলেছে। অনৈতিক বিক্রয় এই কোম্পানিতে একটা অন্যতম সমস্যা হিসেবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষ অন্যায় ভাবে ফিল্ড কর্মীদের ওপর বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চাপ তৈরি করছে এবং প্রায়শই ফিল্ড কর্মীদের এই কারণে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। এমন কি কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই ফিল্ড কর্মীরা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। একদিকে কোম্পানিতে কাজের পরিবেশ প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে, অন্যদিকে ফিল্ড কর্মীদের আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে। এমনকি একতরফা অন্যায় ছাঁটাইয়ের ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে ২২শে মে ২০২৬ তারিখে কোম্পানির অফিসের সামনে সংগঠনের সদস্যদের দ্বারা ধর্না কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১ পাতার পর

নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জনাদেশ

টি আসন, বুথ ফেরত সমীক্ষার একাংশ কে ভুল প্রমাণ করে রাজ্যে বিজেপির এখনো পর্যন্ত ২০৭ টি আসন, তৃণমূল কংগ্রেসের ৮০ টি, বাম আই এস এফের দুটি আসন, কংগ্রেসের ২টি আসন, সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল মুর্শিদাবাদে ২ টি আসন পেয়েছে। উল্লেখ্যনীয় গত ১০ বছর পর বামপন্থী বিধায়ক জনাদেশের বলে বিধানসভায় জনগণের দাবীগুলি তুলে ধরতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

জনবিরোধী প্রাক্তন সরকারের ২০ জন মন্ত্রী সহ খোদ মুখ্য মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন এই নির্বাচনে।

কিন্তু এই বিশাল জয়ের পাশাপাশি আশঙ্কার মেঘ উঁকি দিচ্ছে বাংলার আকাশে। ৫

আইসিপিএ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ মরিয়া প্রচেষ্টায় বিদ্যমান, যার দ্বারা চাকরির শর্তাবলী পরিবর্তন করার লক্ষ্যে “কল-টু-কল রিপোর্টিং” চালু করতে চাইছে এবং ভয়ভীতি ও হুমকির মাধ্যমে সেলস প্রমোশন কর্মীদের তা মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে ২০২৫ সালের আগস্ট মাস থেকে SPEs দেব বেতন এবং জুলাই ২০২৫ সাল থেকে তাদের এক্সপেন্স বকেয়া রেখে দিয়েছে। তাছাড়াও ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষের বোনাস প্রদানের বিষয়টিও বেআইনিভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ৯এ এবং ধারা ৩৩-এর বিধানগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে।

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ নিরলসভাবে এই বিষয়গুলি নিরসনের চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং SPEs-দের বকেয়া বেতন চালু করা ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সমস্ত আন্তরিক প্রচেষ্টার পরেও কোনও ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি ৩০ এবং ৩১শে জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আইসিপিএ'র ফিল্ড কর্মী ও সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের দ্বারা আইসিপিএ'র অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এসব কিছু স্বত্ত্বেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগ্রামরত সদস্যদের পাশে থাকার জন্য অর্থ সংগ্রহের ডাক দেওয়া হয়েছে। ডাবল্যু বি এম এস আর ইউর রাজ্য কমিটি কর্মক্ষেত্রে এই কুখ্যাত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেই সারা দেশ জুড়ে জারি হয়েছে ৪ টি কালা শ্রম কোডের জন্য বিধি সমূহ। উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বুলডোজার সংস্কৃতির আমদানি হয়েছে আমাদের রাজ্যে। এখনো পর্যন্তই তা খাস কোলকাতাতে সীমাবদ্ধ থাকলেও আগামী দিন বলবে এর ভবিষ্যৎ। দুই প্রমুখ রেল স্টেশন, ধর্মতলার বাজার চত্তরে কোন পুনর্বাসন ছাড়াই হয়েছে হকার উচ্ছেদ। সংগ্রামে অবতীর্ণ সি আই টি ইউ এর নেতৃত্বে ইউনিয়ন গুলি। আসলে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে বামপন্থীরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ মানুষের দাবীতে, মানুষকে সাথে নিয়ে লড়াই এর ময়দানে সামনের সারিতে থাকতে।

নির্বাচনী প্রচারে আমাদের অংশগ্রহণের একাংশ

